নামে অভিহিত। শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদও ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব কর্ত্তৃক লোক-প্রলোভনকারী বরসমূহে অসুরোত্তম শ্রীমান্ প্রহ্লাদ প্রলোভিত হইয়াও সেইসকল বরপ্রাপ্তির ইচ্ছা করে নাই; যেহেতু ভগবানে একান্তী হইয়াছিল। এইপ্রকার নিষ্কাম ভক্তই যে একান্ত শব্দে অভিহিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল। অতএব, গরুড়পুরাণে একান্তী শব্দের ব্যাখ্যায় এইরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভগবত চেতসঃ॥

যেহেতু বিষ্ণুতে একান্তভাবে সর্ব্বদা পরায়ণ অর্থাৎ কোনও সময়ে শ্রীভগবানে ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই কামনা করেন না, সেই জন্যই ভগবদ্গতচিত্ত ভাগবতগণ "একান্তী" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদেও এই অনন্যা ভক্তির কথাই উপদেশ করা হইয়াছে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুনঃ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মদেকনিষ্ঠা অনন্যা ভক্তির দ্বারাই কিন্তু এইপ্রকার নরাকৃতি চতুর্ভুজ স্বরূপ আমাকে পরমার্থতঃ জানিতে অর্থাৎ শালদৃষ্টিতে পরোক্ষ অনুভব করিতে এবং প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিতেও লৌহে অগ্নির দাহিকাশক্তির প্রবেশের মত তাদাত্ম্যে আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। অন্য কোনও উপায়েই আমাকে জানিতে পারে না।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ সঃ মামেতি পাণ্ডব॥

হে পাণ্ডব! যে জন আমার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ এবং সেই মন্দির মার্জ্জন, আমার জন্য পুষ্পবাটী রচনা, তুলসীকানন সংস্কার ও জল সেচনাদি কর্ম্ম করে, আমাকেই যে জন নিজ পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানে, আমার কথা-শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিরসনিরত আমার বিমুখজনসংসর্গ সহিতে অসমর্থ, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর এবম্ভুত ভক্তই এই নরাকার কৃষ্ণ আমাকে লাভ করিতে পারে, অন্য কেহ পারে না। অতএব, ভক্তিভিন্ন সাধন ও সাধ্য সঙ্গশূন্য ভক্তই সঙ্গবর্জ্জিত শব্দে অভিহিত। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় অসুরবালকগণকে ৭।৬। শ্লোকে এই বিশুদ্ধভক্তির কথাই উপদেশ করিয়াছিলেন—

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্॥